

খবর প্রকাশের পর উলিপুরে বিধিবহির্ভূত বদলির প্রস্তাব ফেরত

প্রতিনিধি, উলিপুর (কুড়িগ্রাম)

কুড়িগ্রামের উলিপুরে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে বদলীর প্রস্তাব পাঠানোর অসহায় এক শিক্ষিকা আত্মহত্যার হুমকি দিলে জেলা শিক্ষা অফিসার এ বদলীর সুপারিশ ফেরত পাঠিয়ে বিধিসম্মত প্রস্তাব পাঠানোর জন্য উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে নির্দেশ দিয়েছেন। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এ নির্দেশ পাওয়ার পর গত ৭ দিনেও কোন পদক্ষেপ না নেয়ায় বস্তুত ঐ শিক্ষিকার বদলি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। জানা গেছে, মার্চ মাসে বদলী কার্যক্রমের শুরুতে কিশোরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক সেলিনা পারভীন আনন্দবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্যপদে বদলীর জন্য আবেদন করেন। উলিপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসার এ.কে.এম তৈফিকুর রহমান বদলী নীতিমালা উপেক্ষা করে উৎকোচের বিনিময়ে আপুয়ার খাতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জুনিয়র শিক্ষক মোছাঃ ছাবিনা খাতুনকে ঐ বিদ্যালয়ের শূন্যপদে বদলীর জন্য সুপারিশ করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর প্রেরণ করেন। এ ঘটনায় অসহায় সেলিনা পারভীন জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে বদলীর সুপারিশ করায় উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে সাংবাদিকদের সামনে

আত্মহত্যার হুমকী দেয় এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। বিষয়টি দৈনিক সংবাদসহ একাধিক জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার হয়। এরপর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এনামুল হক উল্লেখিত বদলীর প্রস্তাব নীতিমালা অনুযায়ী বিধি সম্মত না হওয়ায় জেপ্রাশিঅ/কুড়ি/৮৯৪/৩ তারিখ ২৩-০৩-১৬ইং স্বরূপে পুনরায় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রস্তাব পাঠাতে উলিপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। পত্র প্রাপ্তির ৭ দিন অতিবাহিত হলেও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার একেএম তৈফিকুর রহমান গত ৩১ মার্চ বদলী কার্যক্রমের শেষ দিনেও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় তার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এদিকে, বস্তুত অসহায় শিক্ষিকা কতিপয় শিক্ষকসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দীর্ঘদিন ধরে চালানো তার ওপর অমানুষিক নির্যাতনের প্রতিকারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। এ ঘটনায় উপজেলা শিক্ষা অফিসার তৈফিকুর রহমানকে গত ৩ দিনেও অফিসে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেন না। অফিসের উচ্চমান সহকারি রুহুল আমিন সাংবাদিকদের জানান, স্যার অসুস্থ।